ইত্তেফাক

004

তারিখ ... 2/3/79 ...
পৃষ্ঠা .. ২ কলাম ... 3 ...

2/3/79 2/3

চতুরঙ্গ I

সুহৃদ

'রশীদ করীম কে?' ভিড়ের মধ্যে এই প্রশ্ন একজন করলেন তাঁর সঙ্গীকে। গত ২৮শে (মার্চ)? বুধবার, বিকেল চারটায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে বট গাছের ছায়ার নীচে বই ও বই প্রকাশনার ওপর আলোচনা সভা চলছিল। প্রধান অতিথি সংস্কৃতি ও ক্রীড়া-মন্ত্রী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী, সভাপতি ঐ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সিদ্দিকুর রহমান। সামনের সারিতে বসেছিলেন গৌরবর্ণ গম্ভীর চেহারার এক ব্যক্তি, সঙ্গী তাঁর দিকে চুপেচাপে অঙ্গুলি-নির্দেশ করলেন, ঐ উনি রশীদ করীম। 'উত্তম পুরুষ' ও 'আমার যতো গ্লানি' উপন্যাসের লেখক। রশীদ করীম জানেনও না একজন অনুরাগী পাঠক পেছনে বসে তাঁর খোঁজ নিচ্ছেন।

লেখক-শিল্পীদের এই ধরনের অন্বিষ্ট খোঁজাখুঁজি আরও হয়েছে গত কিছুদিন, অবশ্যই বাংলা একাডেমীর চত্বরে, যেখানে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলেছে বাংলা একাডেমীর আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এ ছাড়া একুশ দিন ধরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের গ্রন্থ-মেলা। রাজধানী ঢাকায় লেখক, শিল্পী ও সংস্কৃতিসেবীদের মিলিত হওয়ার বিশেষ বা নির্ধারিত কোন জায়গা নেই, নেই কোন কফি হাউস বা আড্ডাখানা। বাংলা একাডেমীর চত্বর এই অভাব অন্ততঃ সপ্তাহ তিনেক পূরণ করেছিল। এই ক'দিন ঐ জায়গায় জমজমাট ছিল লেখক, শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী, সাহিত্য ও শিল্পানুরাগীদের আসর। প্রায় প্রতিদিন সকালে বা বিকেলে দেখা গেছে পরিচিত লেখক, লেখিকা, শিল্পী ও সংস্কৃতিসেবী-দের। এসেছেন বই কিনতে বা একুশের অনুষ্ঠান দেখতে অনেকে। অনেকটা সাংস্কৃতিক উৎসবের রূপ ধারণ করেছিল বাংলা একা-ডেমীর প্রাঙ্গণ।

বাংলা একাডেমী প্রতি বছরই মহান একুশে উপলক্ষে সপ্তাহ-ব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। চলতি বছর এই আয়োজন ছিল আরো ব্যাপক ও সুসমন্বিত। 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি', 'মীর মোশাররফ হোসেন : জীবন ও সাহিত্য,' 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকা-শনার দু'শো বছর', 'চারণ কবি মুকুন্দদাস', '৭০ দশকের কথা সাহিত্য : ছোটগল্প ও উপন্যাস,' 'জয়নুল আবেদীন ও বাংলা-দেশের চিত্রকলা' ইত্যাকার মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক বিষয়ের উপর অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে পঠিত হয়েছে এবং বিষয়সমূহের উপর হয়েছে দেশের খ্যাতনামা লেখক ও বুদ্ধিজীবী দের আলোচনা-পর্যালোচনা। আলোচনা অনুষ্ঠানের বিষয় নির্বাচনে বাংলা একাডেমী যে প্রজ্ঞা ও ইতিহাস চেতনার পরি-চয় রেখেছেন তা সত্যই উল্লেখ ও প্রশংসার দাবী রাখে।

প্রশংসার দাবী রাখে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত একুশ দিনের গ্রন্থমেলাটি। বই যদিও খুব বিক্রি হয়নি, তবু বলব, এ ধরনের গ্রন্থমেলা যতবেশী হয় তত ভাল, তত আমাদের লাভ। গ্রন্থমেলায় ঘুরে ঘুরে দেখেছি যাঁদের বই কেনার ইচ্ছে বা অভ্যেস নেই, তাঁরাও ষ্টলে সাজানো বইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছেন পরিচিত লেখকের নাম বা সুন্দর ঝকঝকে প্রচ্ছদ বা ছবি। পাঁচ বছরের খুব গম্ভীর একটি মেয়ে মায়ের সঙ্গে বইয়ের ষ্টলে এসে একখানা বই-য়ের দিকে আঙুলের তাক করে দেখিয়েছিল,—কিনবে। বইটির নাম : মাও সে তুং। মা তাকে অন্য বই, শিশুতোষ বই কিনে দিয়েছিলেন। কয়েকজন কলেজের ছাত্র বইয়ের ষ্টলে ঘুরছিল, এক সময় দেখলাম তারা পরস্পরকে 'দে, বার কর' ইত্যাদি বলছে, পরে দেখলাম চাঁদা তুলে চটি কিন্তু দামের দিক দিয়ে মহা রাগী একটি বই কিনল। আর লেখক লেখিকারা! বইয়ের ষ্টলের সামনে ভিড়ের প্যাঁচে প্যাঁচে জড়িয়ে থেকেছেন তাঁদের কেউ কেউ, খুব সন্তর্পণে, স্পাইয়ের মত, ক্রেতারা কে কি বই কিন-ছেন, কে কি বই নাড়াচাড়া কর-ছেন,—দেখার জন্য। 'মিনিট পনরোর মধ্যে আমার দুটো বই বিক্রি হয়ে গেল',—একজন লেখক বইয়ের ষ্টল পরিক্রমা শেষে খৃষ্টীয় চার্চ পরিষদের চায়ের দোকানে বসে মহা ডাঁটের সাথে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর বন্ধু, তিনিও লেখক, বললেন, 'তা তো বুঝলাম, কিন্তু পরের দুটো বই খালাস পেতে যে পাঁচ মাস কেটে যাবে দোস্ত!' লেখক কথার সত্যতা অনুধাবন করলেন। বাংলা একাডেমীর সংস্কৃতি ভবনের গা ঘেঁষে আকাশে ভাসছিল অনুপম গোধূলি। তাঁরা দু' বন্ধু কি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন? হাঁ।, মনে হল তা ই।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে বই ও বই প্রকাশনা নিয়ে যে আলো-চনা সভা বসেছিল, সেখানেও বক্তারা প্রবন্ধ পাঠ করে ও বক্তৃতা দিয়ে এই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী বললেন, বই প্রচুর বিক্রি হতে পারে, সেই সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বই বিক্রির চ্যানেল কোথায়? প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামন্ত্রী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী যখন মাইক্রোফোনের সামনে যেয়ে দাঁড়ালেন, তখন বিকেলের রোদ চলে গেছে রাস্তা পার হয়ে সোহরাওয়ার্দী পার্কে, হাওয়া ও কনে দেখা আলোর জড়াজড়ি শুধু চারদিকে ভাসছিল। মাননীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বই ও বই প্রকা-শনা বিষয়ের যাবতীয় সমস্যার একটি সমাধান যেন খুলে বল-লেন। জানালেন, স্কীম হয়ে গেছে, বছর দুয়েকের মধ্যে প্রত্যেক থানায় তৈরী হবে একটি করে পাঠাগার ও মিলনায়তন। তাঁর এই বক্তৃতা আমি ও সহকর্মী মহাদেব সাহা শুনছিলাম বটগাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। এই রকম স্কীমের কথা আগেও শুনেছি। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীর ঘোষণাটি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতে চাইছি। এই রকম একটি ব্যবস্থা যদি হয়, দু'বছরের মধ্যে প্রত্যেক থানায় একটি করে পাঠা-গার ও মিলনায়তন, তাহলে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দৈন্যদশা ঘুচে যাওয়ার স্থায়ী একটা পথ উন্মুক্ত হবে।

সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে কোন দেশ বা জাতির রূপকাঠামো ও সত্তা চিন্তা করা যায় না। সংস্কৃতি এক বহতা নদীর মত, সমাজের বিচিত্রগামী জীবনের মুখরতা, উল্লাস, অন্তর্দাহ, যাতনা ও প্রত্যাশা নিয়ে কুলুকুলু করে বইছে। সেখানে আছে রাজ-নীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক জীবন ধারার সা... কোলা-হল। যদি সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রসারিত, বিবর্তিত ও প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ অবকাশ না দেয়া হয়, তা'হলে দেশ ও জাতি ধীর-ক্রমে পড়তে শুরু করে জটিল আবর্তে, জাতির প্রাণস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যেতে থাকে। কোনো বিস্তৃত আলোচনা বা তর্কে না গিয়ে বলা যায়, প্রচুর সংখ্যায় সৎ গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক জীবনের প্রবহ-মানতাকে নিশ্চিত করা সম্ভব।

আগেও আমার ভোঁতা কলমটি খুঁচিয়ে বই প্রকাশনা ও প্রচারণার গুরুত্বটি ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি। বই ছেপে বার করা, বই পড়া বা বই কেনার বিষয়টি শুধু কোনো পাঠকের (বা পাঠি-কার) তদগত আনন্দের উপলব্ধি নির্দেশিত করে না, এর মধ্যে স্ব-শিক্ষিত হওয়ার প্রক্রিয়াটিও বিধৃত রয়েছে। যতবেশী বই (অবশ্যই তাজা, সৎ ও চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ) ছাপা হয়ে বেরুবে, বিক্রি হবে, লোকে পড়বে, ততবেশী লোকের মনে ব্যাপ্ত হবে মূল্যবোধের তাগিদ। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে মটিবেশান প্রোগ্রাম যা করতে পারে না, তা অনায়াসে পারে আনন্দিত, সঞ্জীবিত ও উজ্জীবিত করার মত ব্যাপক প্রচারিত একটি বই। কিন্তু এত সব ব্যাখ্যা ও বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন বোধ করছি। বইয়ের শক্তি কে না জানেন?

আমাদের শিল্প মন্ত্রণালয় বোধ হয় বিষয়টি জানেন না। অথবা গ্রাহ্য করেন না। এ জন্যেই বই প্রকাশনা তাঁদের কাছে শিল্প বা ইণ্ডাষ্ট্রি হিসেবে আজও গৃহীত হতে পারেনি। কখখনো বই প্রকাশনার জন্য,—লাভ-লোকসানের হিসেবের ভিত্তি-তেই, শিল্প মন্ত্রণালয় কাউকে ঋণ দিয়েছেন এমন নজির নেই। একটি স্বাধীন দেশে কে ভাবতে পারে বই প্রকাশনার মূল্য শিল্প হিসেবে এই রকমটি নির্ণীত হয়ে আছে? দেশের জন্য এই রকম অর্থহীন ও স্থবির দৃষ্টিভঙ্গি খুবই লজ্জাজনক।

সরকার সংস্কৃতির বিকাশ ও উজ্জীবনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকেন। বাংলা একাডেমী, শিল্প কলা একাডেমী, শিশু একা-ডেমী ইত্যাকার সংস্থাসমূহ সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় চলছে এবং কোনটির অবদানই ফেলে দেওয়ার নয়। এই অব-দান স্বীকার করে নিয়ে বলছি, সরকার দরিদ্র ও প্রায়-নিরক্ষর এই দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য গ্রন্থ একাডেমী অথবা বই প্রকাশনী ঋণ সংস্থা জাতীয় কিছু গঠন করতে পারেন না? কত টাকাই তো সরকার জনগণের হিতার্থে ও কল্যাণে নিয়মিতভাবে সাবসিডি হিসেবে দেন,—এই দেশের মানুষের আত্মিক উজ্জীবনের জন্য যায় না ব্যাপকভাবে এই প্রকাশনার কোন উদ্যোগ নেওয়া? সরকার তেমন কোন উদ্যোগ যদি নিজে নিতে না চান, তাহলে এমন ব্যবস্থা নিতে পারেন যাতে বেসর কারী পর্যায়ে গ্রন্থ প্রকাশনা উৎ-সাহিত হয়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তাদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।